গাংনীতে চেক ডিজনার মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত শাহিদা গ্রেফতার

চেক ডিজনার মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামি শাহিদা খাতুন
(৪৫) কে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।
শাহিদা খাতুন গাংনী উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের বানারুল ইসলামের স্ত্রী।

বৃহস্পতিবার (১৮ আগষ্ট) বিকালে গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদের নেতৃত্বে এসআই আশিকুর রহমান ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে শাহিদাকে গ্রেফতার করেন।

শাহিদা খাতুনের নামে চেক ডিজঅনার অপরাধে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর ১৯৮/১৯ মামলা রয়েছে।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদ জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে শাহিদা খাতুনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আগামীকাল শুক্রবার (১৯ আগষ্ট) সকালের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযান। ১ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আদালত কর্তৃক এক বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি আবুল কালাম (৪২)ওরফে রড কালামকে গ্রেফতার করেছে।

আবুল কালাম গাংনী উপজেলা শহরের হাসপাতাল বাজার এলাকার শের আলীর

ছেলে।

বৃহস্পতিবার (১৮ আগষ্ট) সন্ধ্যার দিকে গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদের নেতৃত্বে এসআই আশিকুর রহমান ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।

আবুল কালামের নামে সিআর ২২৯/১৮ এবং সিআর ২৫৮/১৮ নং মামলায় এক বছরের কারাদন্ড ও ৪০ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছেন আদালত।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক মাসুদ জানান, কারাদন্ড হওয়ার পর সে পলাতক ছিল। গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে গাংনী উপজেলা শহরের হাসপাতাল বাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

আগামীকাল শুক্রবার (২০ আগষ্ট) আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

প্রকৃতির খেয়াল সন্ধ্যা থেকে আকাশ হয়ে ওঠে রক্তাক্ত লাল

গত এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে গুমোট আবহাওয়া ও প্রচন্ড গরম চলছে। বৃষ্টির দেখা নেই একটুও।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলছে সূর্যের তীব্র তাপদাহ। প্রখর রোদে বাইরে বের হওয়া ছিল কষ্টকর। শুধু মানুষ নয়, প্রাণীকুল ও প্রকৃতিও ছিল যেনো অস্বস্থিতিতে।

সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে পশ্চিম আকাশ লালচে রং ধারণ শুরু করে। এক পর্যায়ে পুরো আকাশ যেনো রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। সন্ধ্যার চিরায়ত সেই রং ও রুপ বদলিয়ে এ যেনো প্রকৃতির এক অন্য চেহারা ধারণ। আকাশের এই রুপ বৈচিত্র দেখতে মানুষ ঘরের ছাদে ও ফাঁকা স্থানে বেরিয়ে দেখতে থাকে। সবার মধ্যেই নানা ধরণের মন্তব্য শুরু হয়।

সত্তর বছর বয়সী খুশি বেগম বলেন, আমি আমার জীবনে আকাশের এ ধরনের রুপ দেখিনি। আকাশের এই রুপ দেখানোর কারণ কি বুঝতে পারছিনা।

সাংবাদিক ইয়াদুল মোমিন ও রাশেদুজ্জামান বলেন, এটা প্রকৃতির একটি খেয়াল। মাঝে মধ্যে প্রকৃতি তার চিরায়ত রুপ পাল্টায়।

সাংবাদিক মাহাবুব চান্দু বলেন, সন্ধ্যা থেকেই পশ্চিম আকাশ রক্তাক্ত লাল বর্ণ ধারণ করে। প্রকৃতিবিদরাই ভাল ব্যাখ্যা দিতে পারবেন। তবে, এমন রুপ আগে কখনো দেখিনি আমি।

সাংবাদিক মহসিন আলী বলেন প্রকৃতির অপরুপ খেলা বোঝা বড় দায়। এর পিছনে কোনো কারণ আছে। তাই আমাদের বেশি বেশি করে আল্লাহকে স্বরণ করা উচিৎ।

খোকসায় ইউপি সদস্য গুলিবিদ্ধ, সাবেক চেয়ারম্যান আটক

কুষ্টিয়ার খোকসা ওসমানপুর ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ড সদস্য হায়দার আলী (৫০) প্রতিপক্ষের গুলিতে আহত হয়েছেন। গত বুধবার রাত ১১টার দিকে খোকসা থেকে বাড়ি ফেরার পথে ওসমানপুর ইউনিয়নের দেবিনগর পৌঁছালে প্রতিপক্ষের গুলিতে তিনি আহত হন।

পরে পুলিশ পাহারায় তাকে খোকসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে কুষ্টিয়া সদরে ভর্তি করা হয়েছে। গুলিবিদ্ধ ইউপি সদস্যের ছেলে ইদ্রিস আলী বাদী হয়ে বৃহস্পতিবার সকালে খোকসা থানায় একটি হত্যা প্রচেষ্টার মামলা করেন।

এ মামলার প্রধান আসামি সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমানকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

আহত ইউপি সদস্য হায়দার আলী জানান, খোকসা উপজেলা আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসবিরোধী সমাবেশে অংশ না নেওয়ার জন্য আনিসুর রহমানের লোকজন আগে থেকেই এলাকার সবাইকে নিষেধ করে আসছিলো।

তাদের নিষেধ উপেক্ষা করে লোকজন নিয়ে বুধবার বিকালে তিনি খোকসা হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় যোগ দেন। জনসভা শেষ করে রাত ১০টার দিকে বাড়ি ফেরার পথে দেবিনগরে পৌঁছালে প্রতিপক্ষরা তাকে

লক্ষ্য করে ৮-৯ রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে।

এসময় তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তিনি আরো জানান রাতেই হামলাকারীরা তার সমর্থক রশিদ ও রেজাউলের বাড়িতে ভাংচুর ও লুটপাট করেছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক সাইদুজ্জামান জানান, হায়দারের পায়ে বন্দুকের গুলির অসংখ্য স্প্লিন্টার ঢুকে আছে, যা অপারেশন ছাড়া বের করা অসম্ভব। তাই তাকে কুষ্টিয়ায় রেফার্ড করা হয়েছে। খোকসা থানার

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ আশিকুর রহমান জানান, ইউপি সদস্য হায়দার আলীর ছেলে বাদী হয়ে মামলা করেছন। সেই মামলার প্রধান আসামি সাবেক চেয়ারম্যান আনিসুর রহমানকে আটক করা হয়েছে। পরিস্থিতি শান্ত আছে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

মুজিবনগরে স্বাধীনতা সড়ক থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া দর্শনার্থীকে ফেরত

মুজিবনগর সীমান্তের স্বাধীনতা সড়কের নোম্যান্সল্যান্ড থেকে রাসেল নামের এক দর্শনার্থীকে ধরে নিয়ে যাওয়ার ৫ ঘন্টা পর পতাকা বৈঠকের পর ফেরত দিয়েছে ভারতের হৃদয়পুর বিএসএফ ক্যাম্প।

বৃহস্পতিবার দুপুর ১২.৪০ মিনিটের দিকে ১০৫ নং আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলারের নিকট নোম্যান্সল্যান্ডের ভিতর থেকে ধরে নিয়ে যায় বিএসএফ সদস্যরা। রাসেল কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলার বটতৈল গ্রামের জামাল উদ্দীনের ছেলে।

৬ বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মুজিবনগর কোম্পানী কমান্ডার নায়েক সুবেদার শহিদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, দুপুর ১২.৪০ মিনিটের দিকে রাসেল নামের ওই পর্যটক ভুলক্রমে নোম্যান্সল্যান্ডের কাছে চলে গেলে বিএসএফ সদস্যরা ধরে নিয়ে

ভারতের হৃদয়পুর ক্যাম্পে রাখে।

খবর পেয়ে ৬ বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মুজিবনগর কোম্পানী কমান্ডারের পক্ষ থেকে তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য চিঠি দেওয়া হয়।

সন্ধ্যা পৌনে সাতটার দিকে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১০৫ এর নিকট দু দেশের বিজিবি ও বিএসএফ কোম্পানী কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে সন্ধ্যা ৬.৫০ মিনিটের সময় তাকে ফেরৎ দেয়।

পতাকা বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন ৬ বিজিবি মুজিবনগর কোম্পানী কমান্ডার নায়েক সুবেদার শহিদুল ইসলাম এবং ৬ সদস্যের ভারতীয় সীমান্তরক্ষি বিএসএফের পক্ষে নেতৃত্ব দেন হৃদয়পুর ক্যাম্প কমান্ডার ইন্সপেক্টর সন্তোষ কুমার।

মুজিবনগর বিজিবি কোম্পানী কমান্ডার শহিদুল ইসলাম জানান, বিজিবি ও বিএসএফ পর্যায়ের পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে রাসেলকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাকে মুজিবনগর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে নয়ন জুুলি দখল করে গড়ে উঠেছে বাজার

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নয়ন জুুলি দখল করে কোটচাঁদপুরে গড়ে উঠেছে দোকান, বাজার,স মিল, রাইচ মিল, ভরাট হয়েছে পৌরসভার বর্জ্যে।

এতে করে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা বন্ধ হওয়ায় হুমকিতে পড়েছে ৯ শ একর আবাদি জমির ফসল। অবৈধ দখল থাকলে উচ্ছেদ করা হবে বললেন, সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী আনোয়ার পারভেজ।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর-কালিগঞ্জ মহাসড়কের কোটচাঁদপুর অংশের সড়কের পাশ ছিল সড়ক ও জনপদ বিভাগের নয়ন জুলি।

সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্তাব্যক্তিদের তদারকি না থাকায় নয়ন জুলি দখল হয়ে গড়ে উঠেছে দোকান, মার্কেট, স মিল রাইচ, কাঠের মিল। এতে করে ব্যহত হচ্ছে পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা। ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে ওই

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

বুধবার দিনগত মধ্যরাতে চুরির ঘটনা ঘটে। শফিকুল ইসলাম জানান, প্রতিদিনের ন্যায় ব্যবসা শেষে দোকানে তালা লাগিয়ে বাড়ি যান। বৃহস্পতিবার সকালে দোকানে এসে দেখেন তালা ভেঙ্গে মালামাল চুরি হয়ে গেছে।

দোকানের ড্রয়ারের তালা ভেঙ্গে নগদ ১০ হাজার টাকা ও ৯ হাজার টাকার সিগারেট ও অন্যান্য মালামাল চরি হয়ে হয়েছে। শফিুলের দোকানে চুরির ঘটনায় অন্যান্য ব্যবসায়ীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। ব্যবসায়রীদের অভিযোগ এতোবড় একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে নৈশ্য প্রহরী না থাকায় প্রতিনিয়ত চুরির ঘটনা ঘটতেই আছে। জরুরীভাবে নৈশ্য প্রহরী নিয়োগ দেবার দাবীও জানান ব্যবসায়ীরা।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে এবিষয়ে অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পার্ক ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি মৌসুমী খানম জানান, চুরির বিষয়টি আমি শুনেছি এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ীকে থানায় জিডি করতে বলা হয়েছে।

গাংনীতে প্রবাস ফেরত মঈনুদ্দীনের মৃত্যু নিয়ে চলছে নানা গুঞ্জণ

মেহেরপুরের গাংনীর হেমায়েতপুরে প্রবাস ফেরত মঈনুদ্দীনের মৃত্যু হয়েছে।

আজ বৃহষ্পতিবার সকালে তার মৃত্যু হয়। মঈনুদ্দীনের মৃত্যু নিয়ে চলছে নানা গুঞ্জণ। স্ত্রী জুলেখা বলছেন স্বামী মঈনুদ্দীন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন। তবে মঈনুদ্দীনের বোন ও মামাসহ প্রতিবেশিরা দাবী করেছেন, তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, সকাল সাড়ে আটটার দিকে হঠাত মঈনুদ্দীনের মৃত্যুর

খবর আসে। সে অসুস্থ এমন তথ্য কারো কাছে ছিল না। দুমাস আগে মঈনুদ্দীন মালেশিয়া থেকে দেশে ফিরেছেন।

মঈনুদ্দীনের বোন শিরিনা জানান, তার ভাই ১৫ বছর যাবত মালেশিয়া থাকেন। বছর পাঁচেক আগে বাড়িতে আসার পর একবার পারা খাওয়ানোর ফলে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন কুষ্টিয়া হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়ার পর সুস্থ হয়ে বাড়ি না এসে সরাসরি মালেশিয়া চলে যান। এবার বাড়ি এসে স্ত্রীর কারণেই প্রাণ গেল তার। ভাইকে পরিকল্পিতভাবে কেমিক্যাল খাওয়ানোর কারণে মারা গেছে।

এই কথা জানিয়েছেন মঈনুদ্দীনের মামা আব্দুস সাত্তারসহ প্রতিবেশিরা। তারা জানান, জুলেখা তার শাশুড়িকেও বিষ পান করিয়ে মেরে ফেলে। সেসময় গ্রামের লোকজন বিষয়টি গোপন করায় জুলেখা রক্ষা পায়।

স্থানীয়দের দাবী, স্বামীর অবর্তমানে স্ত্রী জুলেখা স্থানীয় এক জনপ্রতিনিধিসহ কয়েকজনের সাথে পরোকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে। দেশে ফেরার পর স্বামী তার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। এজন্যই মঈনুদ্দীনকে পরিকল্পিতভাবে মেরে ফেলা হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি জানান, মঈনুদ্দীনের বোনসহ অন্যান্যরা অভিযোগ করছেন তাই জটিলতা এড়াতে মরদেহ ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর মর্গে পাঠানো হয়েছে।

এ ঘটনায় গাংনী থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা রুজু করা হয়েছে।

গাংনীর ব্রজপুর গ্রামে সংঘর্ষ, ৬ জন আহত

খেলাকে কে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ৬ জন আহত হয়েছেন। বুধবার বিকালে গাংনী উপজেলার ব্রজপুর গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

এক পক্ষের আহতরা হলেন-ব্রজপুর গ্রামের মুছাব আলী (৫০), শাহিরুল

ইসলাম (২৫), জাহিদুল ইসলাম (৩০)। অপর পক্ষের আহতরা হলেন-রজিফা খাতুন (৪৫) আলমগীর হোসেন (২৫)।

আহতরা গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি চিকিৎসাধীন।স্থানীয়রা জানান, আলমগীর হোসেনের সাথে মুছাব আলীর মধ্যে এ সংঘর্ষ হয়।